রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, ডিসেম্বর ১৭, ২০১৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ ১৪২৬/১৫ ডিসেম্বর ২০১৯

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৯.৩৯৫—বরেণ্য চিত্রগ্রাহক জনাব মাহফুজুর রহমান খান গত ০৬ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ...রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর।

২। জনাব মাহফুজুর রহমান খানের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করে এবং তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে গত ২৪ অগ্রহায়ণ ১৪২৬/০৯ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখের মন্ত্রিসভার বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

ঢাকা: ২৪ অগ্রহায়ণ ১৪২৬ / ০৯ ডিসেম্বর ২০১৯

বরেণ্য চিত্রগ্রাহক জনাব মাহফুজুর রহমান খান গত ০৬ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ...রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর।

মাহফুজুর রহমান খান ১৯৪৯ সালে ঢাকার লালবাগে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

মাহফুজুর রহমান খান স্কুলে পড়ার সময় থেকেই চিত্রগ্রহণে আগ্রহী হন। বাবা হাকিম ইরতিজা-উর-রহমান খানের ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলে তাঁর চিত্রগ্রহণে হাতেখড়ি হয়। ছোটবেলা থেকেই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে মাহফুজুর রহমানের বেড়ে ওঠা। তাঁর চাচা ইরতিফা-উর-রহমান খান ছিলেন ৬০-৮০'র দশকে বাংলা চলচ্চিত্রের একজন খ্যাতিমান পরিচালক ও প্রযোজক। উপমহাদেশের প্রখ্যাত দুজন চিত্র পরিচালক এহতেশাম ও মুস্তাফিজ ছিলেন তাঁর ফুফাতো ভাই।

জনাব মাহফুজুর রহমান খানের কর্মজীবন শুরু হয় 'দর্পচূর্ণ' ও 'স্বরলিপি' চলচ্চিত্রে সহকারী চিত্রগ্রাহক হিসাবে। একজন প্রতিভাবান প্রধান চিত্রগ্রাহক হিসাবে তিনি বহু জনপ্রিয় চলচ্চিত্রে তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—'কাচের স্বর্গ'; 'জল্লাদের দরবার'; 'আমার জন্মভূমি'; 'আলোছায়া'; 'চলো ঘর বাঁধি'; 'দাবি'; 'একালের নায়ক'; 'অভিযান' এবং 'সহযাত্রী' প্রভৃতি।

জনাব মাহফুজুর রহমান খান ১৯৮৪ সালে 'অভিযান' চলচ্চিত্রের জন্য শ্রেষ্ঠ চিত্রগ্রাহক বিভাগে প্রথম বারের মত জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত হন। তিনি মোট নয়বার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে ভূষিত হন। শ্রেষ্ঠ চিত্রগ্রাহক হিসাবে তাঁর পুরস্কারপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রসমূহ হলো— 'সহযাত্রী'; 'পোকামাকড়ের ঘরবসতি'; 'শ্রাবণ মেঘের দিন'; 'দুই দুয়ারী'; 'আমার আছে জল'; 'ঘেটুপুত্র কমলা'; 'হাজার বছর ধরে' এবং 'বৃত্তের বাইরে'। এছাড়া তিনি আটবার বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতি পুরস্কারেও ভূষিত হন।

জনাব মাহফুজুর রহমান খানের মৃত্যুতে দেশের চলচ্চিত্র ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে এক অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি হলো।

মন্ত্রিসভা জনাব মাহফুজুর রহমান খানের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd